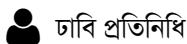


মুগ্ধাত্মক

ঢাবি মুহসীন হল থেকে দেশীয় অন্তর্ভুক্ত উদ্বার

প্রকাশ : ৩১ অক্টোবর ২০১৯, ০০:০০ | প্রিন্ট সংক্ষরণ



ঢাবি প্রতিনিধি

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের হাজী মুহম্মদ মুহসীন হল থেকে কাপড়ে মোড়ানো রামদা, ছুরি ও লোহার পাইপ উদ্বার করা হয়েছে। বুধবার হলের কর্মচারীরা ডাইনিংয়ের ছাদ পরিষ্কার করতে গেলে সেগুলো পান বলে জানিয়েছেন হলটির প্রাধ্যক্ষ। তবে কারা সেখানে দেশীয় অন্তর্ভুক্তগুলো রেখেছে তা জানা যায়নি।

উদ্বার অন্ত্রের মধ্যে আছে- ১০টি রামদা, ২টি বড় ছুরি ও ২টি লোহার পাইপ। এ ঘটনায় হলের আবাসিক শিক্ষক মো. আবুল কালাম আজাদকে আহ্বায়ক করে দুই সদস্যের তদন্ত কমিটি গঠন করেছে হল প্রশাসন। কমিটির অন্য সদস্য হলেন আবাসিক শিক্ষক আশিকুজ্জামান কিরণ।

হল প্রাধ্যক্ষ অধ্যাপক ড. নিজামুল হক ভুঁইয়া যুগান্তরকে জানান, মঙ্গলবার রাতে হলে অবঙ্গনরত অছাত্র ও বহিরাগত উচ্ছেদে ৩০-৪০টি কক্ষে অভিযান চালানো হয়েছে। এ সময় ৫-৭টি কক্ষ সিলগালা করা হয়েছে। যেসকল কক্ষে অভিযান চালানো হয়েছে তারাই এই দেশীয় অন্তর্ভুক্তগুলো সরিয়ে কক্ষের বাইরে ফেলে দিয়েছে বলে মনে হচ্ছে। এ ঘটনায় দুই সদস্যের তদন্ত কমিটি করা হয়েছে।

অধ্যাপক নিজামুল আরও বলেন, আমরা খুবই শক্ত অবস্থানে রয়েছি। যে কোনো মূল্যে আমরা হল বহিরাগতমুক্ত করব। ছাত্রলীগের পক্ষ থেকেও আমাদের সহযোগিতার কথা বলা হয়েছে। এরপরেও কেউ যদি বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন। এছাড়া হলের ছাত্রলীগের অভ্যন্তরীণ কোন্দলে সৃষ্টি বিভিন্ন সংযর্থে দেশীয় অন্ত্রের ব্যবহার করা হবে বলেও জানান তিনি।

এর আগে, ৮ সেপ্টেম্বর মুহসীন হল থেকে আগ্নেয়ান্ত্র ও মাদকসহ দুই ছাত্রলীগ নেতাকে আটক করা হয়। পরে ওই ঘটনায় চার ছাত্রলীগ নেতাকে সাময়িকভাবে বহিষ্কার করে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন। এছাড়া হলের ছাত্রলীগের অভ্যন্তরীণ কোন্দলে সৃষ্টি বিভিন্ন সংযর্থে দেশীয় অন্ত্রের ব্যবহার করা হয়।

ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক : সাইফুল আলম, প্রকাশক : সালমা ইসলাম

প্রকাশক কর্তৃক ক-২৪৪ প্রগতি সরণি, কুড়িল (বিশ্বরোড), বারিধারা, ঢাকা-১২২৯ থেকে প্রকাশিত এবং যমুনা প্রিন্টিং এন্ড পাবলিশিং লিঃ থেকে মুদ্রিত।

পিএবিএক্স : ৯৮২৪০৫৪-৬১, রিপোর্টিং : ৯৮২৪০৭৩, বিজ্ঞাপন : ৯৮২৪০৬২, ফ্যাক্স : ৯৮২৪০৬৩, সার্কুলেশন : ৯৮২৪০৭২।
ফ্যাক্স : ৯৮২৪০৬৬

E-mail: jugantor.mail@gmail.com

© সর্বস্বত্ত্ব স্বত্ত্বাধিকার সংরক্ষিত ২০০০-২০১৯ | এই ওয়েবসাইটের কোনো লেখা, ছবি, অডিও, ভিডিও অনুমতি ছাড়া ব্যবহার বেআইনি।